📖 মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৯২৮

পর্ব-২৯: চারিত্রিক গুণাবলি ও মর্যাদাসমূহ (كتاب الْفَضَائِل وَالشَّمَائِل)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - মু'জিযার বর্ণনা

اَلْفصْلُ الثَّنِفْ (بَاب فِي المعجزا)

আরবী

وَعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَدَاوَلُ مِنْ قَصْعَةٍ مِنْ غُدْوَةٍ حَتَّى اللَّيْلِ يَقُومُ عَشَرَةٌ وَيَقْعُدُ عَشَرَةٌ قُلْنَا: فَمِمَّا كَانَتْ تُمَدُّ؟ قَالَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ؟ مَا كَانَت تمَدّ إِلا من هَهنا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

اسناده صحيح ، رواه الترمذى (3625 وقال : حسن صحيح) و الدارمى (1 / 30 ح 57) ۔

(صَحِيح)

বাংলা

৫৯২৮-[৬১] আবূল আ'লা (রহিমাহুল্লাহ) সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা (সাহাবীগণ) নবী (সা.) -এর সাথে বড় একটি পাত্রে পালাক্রমে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত খানা খেতাম। অর্থাৎ দশজন খানা খেয়ে উঠে যেত এবং দশজন খেতে বসত। [আবূল আলা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,] আমরা সামুরাহ্ (রাঃ) -কে প্রশ্ন করলাম, কোথা হতে এ পাত্রে খাদ্য বৃদ্ধি পেত? সামুরাহ্ (রাঃ) বললেন, কি কারণে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ? আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, সে খাদ্য-পাত্রে এখান হতে বৃদ্ধি পেত। (তিরমিযী)

ফুটনোট

সহীহ: তিরমিযী ৩৬২৫, দারিমী ৫৬, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬৭৪০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৭০৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ৬৮২৫।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: আমরা নবী (সা.) -এর সাথে একটি বড় পাত্র থেকে খাবার খাচ্ছিলাম। আমাদের হাত এখানে ওখানে ঘুরছিল। আমরা সে পাত্র থেকে সকাল থেকে খাওয়া শুরু করলাম। এ খাবার রাত পর্যন্ত চলতে থাকল। পাত্রে দশজন দশজন করে বসতে ছিল। তাদের খাওয়া শেষ হলে বাকি দশজন বসল। আমরা বর্ণনাকারী সামুরাহ (রাঃ)-কে বললাম, পাত্রে খাদ্য বেশি হচ্ছিল কিভাবে? এ কথা তিনি এক পর্যায়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেছিলেন। প্রশ্নকারী আবূল আলা যিনি তাবিঈদের নেতা ছিলেন তাকে বর্ণনাকারী সামুরাহ্ (রাঃ) বলেন, তুমি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ কেন? তিনি তার হাতকে আসমানের দিকে উঁচু করে ইঙ্গিত করলেন, এ বরকত আসমান থেকে আসে। আসমান থেকে বরকত নাযিলের কারণে এত অধিক পরিমাণ খাবার হয়েছে। এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর মধ্যে। তা হলো- (وَ فِى السَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَ مَا تُوۡعَدُوۡنَ) “আর তোমাদের রিযক আসমানে আছে”- (সূরাহ্ আহ্ যা-রিয়া-ত ৫১ : ২২)। ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ কথা বলেছেন, সামুরাহ্ (রাঃ) আর প্রশ্নকারী হলো আবূল ‘আলা। এটাই বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=85904

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন